দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR. 4 8 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

চট্টগ্রামে শারীরিক শিক্ষা কলেজ

চট্টগ্রামের ক্রীড়াঙ্গন এবং জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের স্বার্থে এবং দক্ষ ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের হালিশহর এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজ। চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই

চট্টগ্রাম বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজের মূল ভবন

প্রকল্পের ব্যয় প্রাথমিক অবস্থায় ৫ কোটি টাক ধরা হলেও প্রকল্পের কাজ পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে ব্যয় আরো বেশী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের হালিশহর এলাকায় সর্বমোট ১৩.০১ একর জমির উপর পুরো প্রকল্পের বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৯৬-এর জানুয়ারী মাসের দিকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে কলেজ ভবনের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। মাঠ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ আজো সমাপ্ত হয়নি। বর্তমানে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ কবে সমাপ্ত হবে এবং কবে নাগাদ কলেজ পুরোপুরিভাবে চালু হবে তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, যেখানে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে আর সেখানে এমন একটি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে বাধা কোথায়?

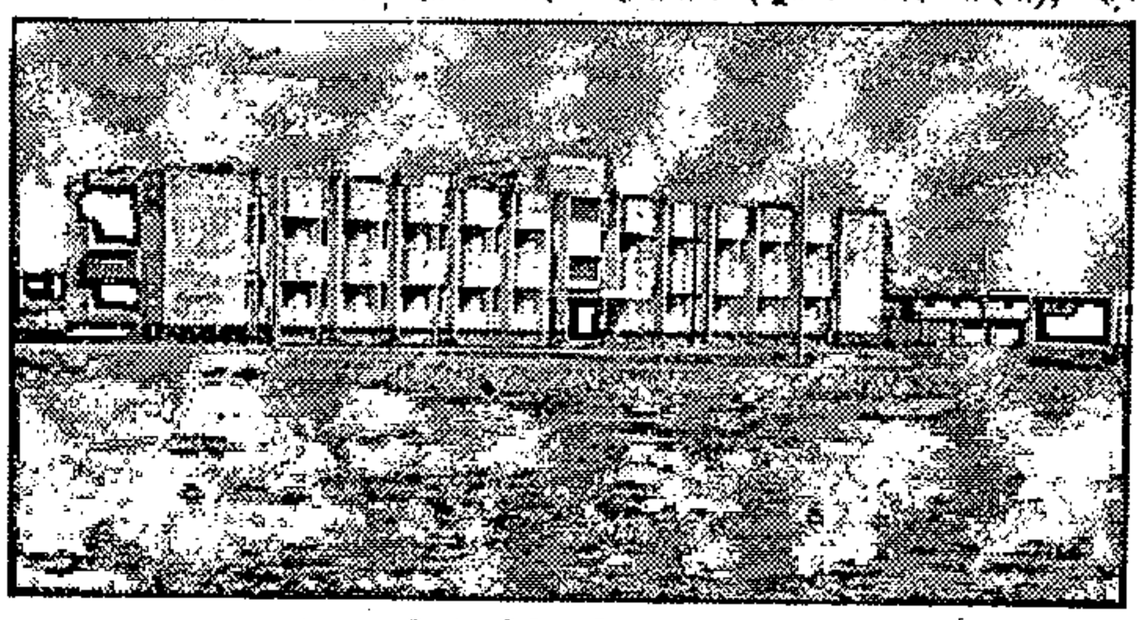

চট্টগ্রাম বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রকল্প সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কলেজ কমপ্লেক্স-এর আওতাধীন রয়েছে আধুনিক জিমনেসিয়াম, অডিটরিয়াম, দুটি ছাত্রাবাস (পুরুষ এবং মহিলা), হকি এবং ফুটবলের জন্য পৃথক মাঠ, এ্যাথলেটিক ট্যাক। তাছাড়া বাস্কেটবল,হ্যান্ডবল, ভলিবল, লনটেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য পৃথক পৃথক মাঠের ব্যবস্থা। জিমনেমিয়ামের ভেতরে ইনডোর গেমস্-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই শারীরিক শিক্ষা কলেজে বিপিএড (ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন) ডিগ্রী দেয়া হবে। তাছাড়া ৭ দিন, ১৫ দিন, ৩০ দিন, ৬ মাসের বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। দক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই শারীরিক শিক্ষা কলেজকে ঘিরে অনেক আশা অনেক স্বপ্ন রয়েছে সবার। এই কলেজ প্রকল্পের কাজ পুরোপুরিভাবে সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিকেএসপির মতো আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হবে। আমাদের জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

❑ আবুল কাসেম ভূঁইয়া